বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি

# আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

গোলটেবিল বৈঠক ২০০৯

ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল্
জাবারাং কল্যাণ সমিতি

## মুখবন্ধ

স্কুলের পাঠ্যবিষয় শিশুদের মনন বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। শিশুদের মানসিক উৎকর্ষতায় স্কুলের পাঠ্যবিষয় দীর্ঘদিন রেখাপাত করে, যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের কর্মজীবনেও প্রতিফলিত হয়। কোমলমতি শিশুরা পাঠ্যসূচিতে যে তথ্য পায় এবং গ্রহণ করে, তা তাদের কাছে প্রকৃত সঠিক তথ্য বলেই মেধা মননে স্থায়ীভাবে দাগ কেটে থাকে।

বাংলাদেশ বহুসংস্কৃতি ও বহুভাষায় সমৃদ্ধ একটি দেশ। বাংলাভাষি মূলধারার জনগোষ্ঠির পাশাপাশি এখানে দীর্ঘদিন ধরে একসাথে বসবাস করে আসছে আপন ঐতিহ্যিক সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ আদিবাসী জনগোষ্ঠি। দেশের সম্মানিত লেখক-গবেষকদের বিভিন্ন প্রকাশনায়, নিবন্ধ, প্রবন্ধগুলোতে এবং সরকারি-বেসরকারি দলিলপত্রাদিতে এদেরকে কখনও উপজাতি, কখনও আদিবাসী, কখনও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি, কখনও নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি এবং কখনও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এসব জনজাতির পরিচয় সংক্রান্ত এই বিতর্ককে উন্মুক্ত রেখেই আমাদের এই আয়োজনে সকল অভিধা ব্যবহার করা হয়েছে। বিতর্কের এক পর্যায়ে আশা করি দেশের বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবি, লেখক, গবেষক ও নীতি নির্ধারণীমহল এই জনগোষ্ঠির পরিচয় বিষয়ে একটি ন্যূনতম ঐকমত্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন।

ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনকুসিভ পিপল্ (দীপ)-এর কর্ণধার আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ক লেখক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞ চৌধুরী আতাউর রহমান রানা দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় স্কুল-পাঠ্যপুস্তকসহ দেশের বিভিন্ন লেখক, বুদ্ধিজীবি, গবেষকদের বিভিন্ন লেখা ও প্রকাশনায় আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ে উপস্থাপিত ত্রুটিপূর্ণ তথ্য, অসংগতিপূর্ণ চিত্র এবং দেশের সকল নাগরিকের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে এমন বিষয়বস্তু নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের মনোযোগ আকর্ষন করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সামাজিক নেতৃবৃন্দের সংগে সংলাপ, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মানুষের সাথে পরামর্শ সভাসহ মাঠের সঠিক তথ্য সংগ্রহ- সংকলন করে বিশিষ্ট নাগরিকব"ন্দের নিকট পেশ করার জন্য তিনি ছুটে গেছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী জনপদে। তাঁর এই অক্লান্ত কর্মপ্রয়াসের প্রাথমিক ফসল হিসেবে দীপ-এর উদ্যোগে অন্য সহযোগি সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় গত ১ আগস্ট ২০০৯ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আয়োজন করা হয় গোল টেবিল বৈঠক, যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার এমপি, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপিসহ, নীতি নির্ধারণী মহল এবং দেশের সুখ্যাতিসম্পন্ন লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদসহ আদিবাসী প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নিয়েছিলেন। বৈঠকের গঠণমুলক ও প্রাণবন্ত আলোচনা আমাদেরকে আশার আলো দেখিয়েছে। উক্ত বৈঠকে উপস্থাপিত গবেষণাকর্মের তথ্যপত্রসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি দিয়েই এই বিশেষ প্রকাশনাটি সাজানো হয়েছে।

জাবারাং কল্যাণ সমিতি দীর্ঘদিন ধরে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা ও উন্নয়ন উদ্যোগের পাশাপাশি বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মগবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মগবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে স্কুল-পাঠ্যপুস্তকসহ দেশের বিভিন্ন লেখক, বুদ্ধিজীবি, গবেষকদের বিভিন্ন নিবন্ধ-প্রবন্ধ এবং প্রকাশনায় উপস্থাপিত আদিবাসী জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ তথ্য ও অসংগতিপূর্ণ চিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লেখক সমাজ, নীতি নির্ধারণীমহলের নিকট বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থাপনের একটি তাগিদ জাবারাং অনুভব করে। জাবারাং ও দীপ-এর এই বিষয়গত ভাবনায় মিল থাকার কারণে এই বিষয়ে মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারণী পর্যায় পর্যন্ত যৌথভাবে কাজ করার স্পৃহা থেকেই এই প্রক্রিয়ায় জাবারাং-এর সংযুক্ত হওয়া। আমাদের এই যৌথ প্রয়াস দেশের সকল নাগরিকের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতির দৃঢ়তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিংবা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠিগুলো সম্পর্কে ছোট করে দেখার প্রবনতা দেখা দিতে পারে স্বার্থে ক্ষতিকারক এমন নিবন্ধ, তথ্য, প্রবন্ধ, চিত্র ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের বিষয়ে বোদ্ধামহলের মনোযোগ আকর্ষনে কিছুটা হলেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি।

দেশের এই ইতিবাচক সময়ে চিন্তাশীল শ্রদ্ধেয় লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, গবেষকদের নিরন্তর প্রয়াসে প্রগতিশীল ও মেধাবি ভবিষ্যত প্রজন্ম গঠনের পথ উন্মোচিত হউক- দেশের সকল নাগরিকের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত মজবুত হউক- সমতাভিত্তিক ভ্রাতৃসুলভ ঐক্য আরও সুদৃঢ় হউক- এটিই আজ আমাদের একান্ত কামনা।

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা
নির্বাহী পরিচালক
জাবারাং কল্যাণ সমিতি

# বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি: আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে উপস্থাপিত আমাদের বক্তব্য

সম্মানিত সুধী এবং আজকের অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ, এই সুন্দর সকালে দীপ এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

**ভূমিকা**

বাংলাদেশ একটি বহুমাত্রিক সংস্কৃতির দেশ। এদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বহু ভাষাভাষি মানুষ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধরে সম্প্রীতির বন্ধনে বসবাস করে আসছে। পাহাড়, নদী, এবং সমতল এই তিন ধারায় এদেশের মানুষের জীবনচক্র আবর্তিত। গৌরবের অধিকারী বাংলা ভাষাভাষি বাঙালী জাতির পাশাপাশি বাংলার সাংস্কৃতিক আলোয় বিকশিত অনেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে, যাদের আদিবাসী উপজাতি নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। এসব নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যিক জীবনধারা, সামাজিক রীতি নীতি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের সামগ্রিক জাতীয় পরিমন্ডলে এক অনুপম সংযোজন। বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত তথ্য সূত্র এবং সরজমিন পর্যবেক্ষনে দেখা গেছে- বাংলাদেশের নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিটি জন জাতিরই আলাদা আলাদা ভাষা, ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য, সত্তা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সুবর্ণ অতীত রয়েছে। একটি নৃ-গোষ্ঠীর জীবনাচরনের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অন্য জনগোষ্ঠী থেকে অনেকাংশে আলাদা। ভাষা, পোশাক পরিচ্ছদ, গড়ন, গঠন, বসতি গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি, সামাজিক রীতি নীতি, আবেগ-অনুভূতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, উৎসবের আঙ্গিক পৃথক পৃথক জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩৯টি আদিবাসী উপজাতি নৃ-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। কারো কারো মতে ৪০ টিরও অধিক। সংখ্যায় হবে আনুমানিক ২৫ লাখ। মূলতঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি অঞ্চল, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কক্সবাজার, বরগুনা, পটুয়াখালী, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, বগুড়া, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, শেরপুর, জামালপুর, গাজীপুর, রাজবাড়ি, কুমিল্লা, চাঁদপুর অঞ্চলে এসব আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রেখে বসবাস করছে। স্বাভাবিক সামাজিক জীবন চলায় অভ্যস্ত হলেও ক্ষুদ্র এসব জনগোষ্ঠী নিজেদের পৃথক সত্তা ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। এই উপজাতি আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীর সম্মিলন নান্দনিক বর্নাঢ্য জীবনধারা এবং বর্ণিল সংস্কৃতি আমাদের অহংকার। জাতিগত ঐক্যের প্রতীক।

**মূলকথা**

আমাদের ভূমিকায় উল্লেখিত আদিবাসী উপজাতি নৃ-গোষ্ঠীর কথা হঠাৎ করে বিবৃত করার যৌক্তিক কারণ আছে বৈকী? আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই গভীর উপলব্ধি করা প্রয়োজন 'আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি: আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি' প্রসঙ্গের অবতারনা হলো কেন? আমরা কি নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমাদের কাছের মানুষ আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীগুলোকে মূল্যায়ণ করছি? আদিবাসীদের গৌরবোজ্জল সুবর্ণ অতীত, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, জীবনবোধ সম্পর্কে আমরা কতোটা সংবেদনশীল। মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক অবস্থান, সুস্থ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা শ্রদ্ধাশীল কিনা? 'আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি ঃ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি' আজ ক্রমাগত প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে বোধ করেই একটি স্পর্শকাতর বিষয় আপনাদের কাছে আজ উপস্থাপন করছি।

**প্রসঙ্গ ০১**

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার যে ৩৯টি আদিবাসী উপজাতি নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে। প্রত্যেকটি নৃ-গোষ্ঠীরই ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগীত, নৃত্য কলা, লোকগাথা, সামাজিক রীতি, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, ধর্মীয় অনুভূতি, বিশ্বাস, উৎসব আনন্দ, চাষাবাদের পদ্ধতি, ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি, বসবাসের বৈশিষ্ট্য শুধু সমতলবাসীর সঙ্গেই আলাদা নয়- ভিন্ন ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। যত ছোট জাতিসত্তাই হোক না কেন, প্রত্যেক নৃ-গোষ্ঠীরই নিজের ভাষা সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। রয়েছে উন্নত সংস্কৃতি।

অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে-এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে আমরা বিশেষ করে লেখক সমাজ কখনো কখনো অসাবধানতা বশতঃ কিংবা তথ্য না জানার কারণে নানা লেখায় ভুল বা বিকৃত, অসম্মানজনক, অসংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করে আসছি। বিশেষ করে ভুল তথ্যে ভুল শিক্ষায় অনুশীলিত করে তুলছি শুধু আদিবাসী নতুন প্রজন্মকেই নয়, গোটা দেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকেও। তথ্য বিভ্রাটের কারণে আদিবাসী সমাজে চাপা দুঃখবোধ, ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া এমনকি ঘৃণার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে বলা যায়।

**প্রসঙ্গ ০২**

আমাদের দেশের শ্রদ্ধেয় লেখক সমাজের কোন কোন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব কিংবা কমপরিচিত লেখকগণ আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি

সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে ভুল তথ্য বিবৃত করেন এবং মননে আহত করতে পারে এমন সব বর্ণনা সন্নিবেশ করে গ্রন্থ প্রকাশ, নিবন্ধ রচনা করে থাকেন- যা কোন জাতি গোষ্ঠীই কামনা করে না। ফলে তথ্য বিভ্রাট সম্বলিত প্রকাশনা, পুস্তক, লেখা- আপত্তির জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। উপজাতীয় আদিবাসী লোকালয়ে বিভিন্ন সময় কাজ করতে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে বলেই আজ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারনা করা হলো। আদিবাসী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপনের অভিপ্রায়ে ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ পিপল (দীপ) গবেষনা কর্ম শুরু করে।

আদিবাসী উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় দীপ এর গবেষণা কর্মীগণ তথ্য সংগ্রহের জন্য অবস্থান করেছেন। সংলাপ এবং তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে গবেষণা তথ্যপত্র তৈরী করে। ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত "দীপ" নিজস্ব উদ্যোগে বিশেষ করে মূখ্য সমন্বয়ক হিসেবে আমি, আমার নিজ অর্থ ব্যয় করে আদিবাসী বান্ধব বন্ধুদের সহযোগিতা নিয়ে গবেষনাকর্মটি উপস্থাপন উপযোগী করেছি। এক্ষেত্রে স্থানীয় লেখক গবেষক সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। এই গবেষনা কাজ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম "শিসউক" এবং "জাবারাং কল্যাণ সমিতি"র সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব দীপংকর তালুকদার এমপি ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশে নৃ-গোষ্ঠীগুলোর জীবন, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যিক পরিচয় বিভিন্ন লেখা ও প্রকাশনায় সঠিক ও ইতিবাচকভাবে উপস্থাপনের আমাদের উদ্যোগকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

**প্রসঙ্গ ০৩**

প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে পর্যবেক্ষনে ধরা পড়েছে পৃথক পৃথক প্রকাশনায় ই শুধু নয়, খোদ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা বাংলাদেশ; আদিবাসী উপজাতি নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে কোথাও কোথাও বড় ধরনের ভুল তথ্য পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশ করেছে। এই ভুল তথ্য সম্বলিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে সারাদেশে শিক্ষা কারিকুলামে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কারিকুলামে আদিবাসী উপজাতি নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কিত তথ্য বিকৃতি ও বিভ্রাট ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভুল শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। যা আমাদের জন্য দুঃখজনক এবং লজ্জাকর।

**প্রসঙ্গ ০৪**

ভুল তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং জাতীয় পাঠ্যসূচী সম্পর্কে আদিবাসী উপজাতি নৃ-গোষ্ঠী সমাজের অনেক বিজ্ঞজন বিভিন্ন সময় আমাদের কাছে জোরালো আপত্তি তুলে ধরেছেন। তাদের যুক্তি কথা- "কোন জনগোষ্ঠির সংস্কৃতি কিংবা জীবনাচরণকে খাটো করে উপস্থাপন করা উচিত নয়। বরং প্রকৃত তথ্য জেনে দলিল হিসেবে যেকোন লেখা প্রকাশ করা সমীচীন। আদিবাসী উপজাতি সম্পর্কে কোন লেখা আমাদের সরল অন্তরে আঘাত কিংবা মানসিক ভাবে আহত করতে পারে- এমন বিষয় গুলো শ্রদ্ধেয় লেখকদের ভেবে দেখা উচিত নয় কি?" তথ্য সংগ্রহে আরো বেশী যত্নবান হওয়া দরকার বলে তাদের বিনয়ী অভিমত। আসলে আদিবাসী উপজাতি নৃ-গোষ্ঠীর জীবন সংস্কৃতি সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক কিনা? এখনি বিবেক তাড়িত মূল্যায়ন জরুরী হয়ে পড়েছে।

**তথ্য প্রসঙ্গ**

ক. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ্য 'পরিবেশ ও পরিচিতি' সমাজ পুস্তকের ৮৪ পৃষ্ঠা থেকে ৯৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'উপজাতিদের জীবন ধারা' শিরোনামে বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়েছে। পুস্তকটি অক্টোবর ২০০৪ সালে প্রথম মুদ্রন হলেও পুনঃমুদ্রন হয়েছে সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে।

উল্লেখিত পুস্তকের অধ্যায়- ১১ এর বিষস্তু 'উপজাতিদের জীবন ধারা' শিরোনাম নিয়েই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। 'উপজাতি' সংজ্ঞাতে বিভ্রান্তি লক্ষ্যণীয়। 'পাহাড় ও অরণ্য ভূমিতে উপজাতিদের বাস' তথ্যটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। পাহাড় অরণ্যভূমি ছাড়াও উপকূলবর্তী লোকালয়, বরেণ্য অঞ্চলে উপজাতি আদিবাসীদের বসতি বিদ্যমান।

খ. পুস্তকের ৮৪ পৃষ্ঠায় ছাপা ছকে দেশের প্রধান কয়েকটি উপজাতি জনগোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করতে গিয়ে সুপরিচিত জনজাতি 'ত্রিপুরা' এবং 'রাখাইন' নৃ-গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

'ত্রিপুরা' পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী। ত্রিপুরাদের রয়েছে সুপ্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, নিজস্ব ভাষা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। এই ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে কোন পরিচিতিমূলক রচনা সন্নিবেশ করা দূরে থাক বরং দেশের প্রধান কয়েকটি উপজাতি জনগোষ্ঠীর নামের তালিকায় 'ত্রিপুরা' নৃ-গোষ্ঠীর নামটি বাদ দেয়া হয়েছে বলে সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বিষটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শিশুদের কাছে দেশের প্রধান কয়েকটি উপজাতি জনগোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করার ক্ষেত্রে চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, গারো, মনিপুরী,

মুরং, খাসিয়া, হাজং, ওঁরাও, রাজবংশী নৃ-গোষ্ঠীর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অথচ বইয়ে ছাপা ছকে আর মাত্র দুটো লাইন যোগ করা হলে 'ত্রিপুরা' এবং 'রাখাইন' শিশুরা স্কুলে তাদের পরিচয় দিতে বিব্রতবোধ করা থেকে রেহাই পেতো বলে অনেক শিক্ষক মতামত দিয়েছেন। (নমুনা ছকটি প্রস্তাব আকারে উপস্থাপন করা হলো।)

পাশাপাশি 'ম্রো' জনগোষ্ঠীর নাম ভুল ছাপা হয়েছে। উল্লেখ্য 'মুরং' নামে কোন নৃ-গোষ্ঠী নেই। ব্রিটিশ শাসনামলে ভুল উচ্চারণেই 'মুরং' শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে আলোচিত জনগোষ্ঠির নাম ম্রো।

গ. চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকে চাকমা নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে "রাঙ্গামাটি জেলা এবং খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ে অধিকাংশ চাকমাদের বাস। চাকমাদের আদিনিবাস মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলে"। বর্ণিত তথ্য সঠিক নয়। প্রকৃত তথ্য হলো রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে চাকমাদের বসতি রয়েছে। চাকমাদের আদিনিবাস হিমালয়ের পাদদেশে চম্পক নগর বলে ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

ঘ. পুস্তকে চাকমাদের পোষাক সম্পর্কে বর্ণনায়- "চাকমা মেয়েরা পিনোন (ছোট শাড়ি) ও ব্লাউজ পরে" উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্যটি সঠিক নয়। প্রকৃত অর্থে চাকমা মেয়েরা নীচের অংশে পিনোন এবং উপরের অংশে বক্ষবন্ধনি হিসাবে খাদি পরিধান করে। অর্থ্যাৎ চাকমা মেয়েদের এতিহ্যবাহী পোষাক হলো পিনোন, খাদি। চাকমা পুরুষগণ ধূতি এবং কোর্তা তাদের ভাষায় সিলুম পরে থাকে। নিজেদের পরিধেয় এই পোষাক তারা নিজেরাই কোমর তাঁতে তৈরী করে থাকেন। (তথ্য চিত্র স্ক্রীনে দেখা যেতে পারে)

ঙ. পুস্তকের ৮৫তম পৃষ্ঠায় (১১.১) চিত্রে চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী পোষাক শিরোনামে চাকমা পোষাক পরিহিত যে নারী-পুরুষকে দেখানো হয়েছে আসলে এমন ধরনের দৃশ্যের পোষাক চাকমা জনগোষ্ঠীর পোষাক নয়। এমন ছবি দেখে চাকমা সম্পর্কে ভুল ধারনা জন্মাবে। কোমলমতি শিশুকিশোরদের কাছে চাকমা সম্পর্কে ভুল পরিচয় উত্থাপিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে নানা দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে।

চ. একই পুস্তকের 'সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব' উপশিরোনামে বিবৃত তথ্য শুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়নি। তাছাড়া (চিত্র-১১. বৈশাখি পূর্ণিমা) চিত্রে আরাধনার দৃশ্যে যাদের দেখানো হয়েছে, পোষাকের দিক থেকে তারা চাকমা কিংবা কোন উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ নয়। এমন ধরনের পোষাক তারা ধর্মীয় দিবসে পরিধান করেন না। ভন্তে দায়ক দায়িকা এমনভাবে আরাধনা করতে দেখা যায়নি। তাছাড়া মাঘী পূর্ণিমায় কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান হয় কিনা জেনে লিখা উচিত নয় কি?

ছ) পুস্তকের ৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'চাকমা ভাষায় বাংলা ও আরাকানী ভাষার মিশ্রণ রয়েছে' তা সঠিক নয়। চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও কম প্রচলিত বর্ণমালা রয়েছে। চাকমারা খেলাকে খারা বলে থাকে। চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী খেলা হচ্ছে ঘিলাখারা, নাদেং খারা, বাঁশ খরম, গুড়ুখারা, বলিখারা, মেয়েদের পোত্তিখারা খেলা উল্লেখযোগ্য।

জ) পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকের একই পৃষ্ঠায় মারমা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বর্ণনায় লেখা হয়েছে- "বান্দরবান জেলায় অধিকাংশ মারমা বাস করে। এছাড়া কক্সবাজার পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় রয়েছে মারমাদের বাস। এসব এলাকায় তারা রাখাইন নামে পরিচিত"। (?) উল্লেখিত বর্ণনায় বড় ধরনের ভুল তথ্য লক্ষ্য করা যায়।

মূলত বান্দরবান-রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় মারমা নৃ-গোষ্ঠীর বসতি রয়েছে। পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় সংখ্যায় অধিক মারমা নেই। এসব এলাকায় যারা বাস করেন তারা রাখাইন। রাখাইন হলো একটি পৃথক জনজাতি।

মারমা সম্পর্কিত বর্ণনায় রাখাইনদের তথ্য যোগ করে শিশু পাঠ্য বইয়ের লেখক রাখাইনদের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। বইয়ের ৯৪ পৃষ্ঠায় ছাপা একটি প্রশ্ন এবং আঁকা একটি ছবির দিকে নজর দেয়া যাক। প্রশ্নটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিশেষ করে রাখাইন শিক্ষার্থীদের কাছে কেমন হবে?

কারা রাখাইন নামে পরিচিত- ক) মারমা খ) চাকমা গ) সাঁওতাল ঘ) গারো। যেখানে রাখাইন একটি পৃথক নৃ-গোষ্ঠী সেখানে এমন প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর বলে আমরা মনে করি।

ঝ) বইয়ের চিত্রে (১১.৩) জুম চাষরত মহিলা পুরুষের পোশাক কোন্ জনগোষ্ঠীর তা স্পষ্ট নয়। যা শিশুদের মনে প্রশ্নের ও দ্বন্দ্বের জন্ম দেবে নিশ্চিত।

সমাজ বইয়ের পাঠ্যসূচীতে মারমা সম্পর্কে বর্ণনায় বলা আছে- মারমারা চাকমাদের মত পোষাক পরে এভাবে বর্ণিত তথ্যটি একেবারে ভুল।

জানার জন্য তুলে ধরছি- মারমা মেয়েরা উপরের অংশে ভিন্ন রকমের একটি ব্লাউজ পড়ে যার নাম বেদাই আংগি, নিচের অংশে খবইং। পুরুষরা নিচের অংশে লংগি, উপরের অংশে আংগি পরিধান করে। বিশেষ উৎসবে বারিস্তা আংগি (কটির মত) জামা পরিধান করে থাকেন। মারমাদের সকল গোত্রেই বিয়ে হয়। মেয়েদের পছন্দ অনুযায়ী সাধারণত বর ঠিক করা হয় এমন তথ্য সঠিক নয়।

ঞ) সাঁওতাল সম্পর্কিত তথ্যে পুস্তকের ৮৯ পৃষ্ঠায় যা বিবৃত করা হয়েছে এই বর্ণনায় অনেক ভুল তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

ট) 'বাসস্থান ও পোশাক' উপশিরোনামে "সাঁওতালদের ঘরগুলো ছোট এবং মাটির তৈরি। ঘরে সাধারনত: কোন জানালা থাকে না।" এই তথ্য সঠিক নয়। সাঁওতাল ঘরগুলোতে অপেক্ষা কৃত বড় হয়ে থাকে এবং প্রতিটি ঘরেই আলো বাতাস আসা যাওয়ার জন্য অনেকটা গোল আকৃতির জানালা থাকে। ভিন্ন আঙ্গিকে, শৈল্পিক কারুকাজে ঘরগুলো সাজানো থাকে।

ঠ) বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে "সাঁওতাল মেয়েরা শাড়ি দুই টুকরো করে পরে"। এই তথ্যও সম্পূর্ন বিকৃত এবং ভুল। মূলত: সাঁওতাল মেয়েরা তাদের ঐতিহ্যময় পোশাক পরিধান করে থাকেন। মেয়েদের পোষাকের উপরের অংশের নাম 'পাঞ্চি' নীচের অংশের নাম 'পারহাট'। এই পরিচয় তাদের অহংকার।

ড) সাঁওতালদের নবান্ন উৎসবের নাম সোহরায়। কারাম অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব। দাসাই ও বাহা সামাজিক উৎসব। সাঁওতালরা এসব উৎসবে থাকে মাতোয়ারা। নৃত্যগীত তাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। পেশার বনণনায় বর্তমানে সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ কুলি, মজুর, মাটি কাটার ও অন্যান্য কাজ করে তথ্য প্রকাশে শিক্ষনীয় কোন বিষয় নেই। যারা বর্ণিত তথ্য লিখেছেন, যারা সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন তারা কোন্ যুক্তিতে পাঠ্য বইয়ে বিষয়টি সন্নিবেশিত করেছেন আমরা উত্তর খুঁজে পাইনি। বরং সাঁওতালরা শিক্ষা দীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে এমন তথ্য সংযোজন অনেক বেশী যুক্তি যুক্ত নয় কি?

ঢ) সাঁওতালদের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত বর্ণিত তথ্যও সঠিক নয়। সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত। মাছ মাংস সবজি ওরা খেয়ে থাকে। শুয়োর, খরগোসের মাংস সাঁওতালদের প্রিয় খাবার উল্লেখ করে শিশুমনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হয়েছে। এ তথ্য শিক্ষনীয় কোন তথ্য নয়। শিশু পাঠ্য বইয়ে এমন প্রসঙ্গের অবতারণা অযাচিত, অপ্রাসঙ্গিক। যারা শুয়োরের মাংস খেতে চান না, তাদের সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। শিশু বয়স থেকে মানসিক দুরত্ব ও ঘৃনা বোধের গ্লানি সৃষ্টি হতে পারে। তাই অন্ততঃ শিশু পাঠ্য বইয়ে এমন অপ্রিয় তথ্য প্রকাশ না করা উত্তম।

ত) পুস্তকের ৯১ পৃষ্ঠায় (চিত্র ১১.৫) সাঁওতাল রমনীদের নৃত্য বিষয়ক চিত্র সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি নয়। বলা যায় কাল্পনিক চিত্র। প্রকৃত চিত্র পাঠ্য বইয়ে উপস্থাপিত না হলে শিশুরা অংকন করতে গিয়ে ভুল ছবি আঁকবে। নিজের জাতি ও পোষাক নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে যাবে।

থ) পুস্তকের ৯১ পৃষ্ঠায় 'আচার অনুষ্ঠান' উপশিরোনামে লেখা মন্তব্য ভুল ব্যাখ্যার জন্ম দিতে পারে। বলা হয়েছে- "সাঁওতালদের অনেকে শিক্ষালাভ করে আধুনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হচ্ছে। ফলে এদের আচার আচরণে পরিবর্তন আসছে"। বিষয়টি এমন হওয়া ভালো- শিক্ষা লাভ করে সাঁওতালরা আধুনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলেও তারা তাদের ঐতিহ্য কৃষ্টি আচার আচরণ আজো সযত্নে লালন করছে।

৫ম শ্রেণীতে পাঠ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক 'পরিবেশ পরিচিতি সমাজ' পুস্তকটি প্রথম মুদ্রণ হয় অক্টোবর ২০০৫, পূনর্মুদ্রণ হয় সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে। পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ধারিত এই পুস্তকটির ১৩৯ পৃষ্ঠা থেকে ১৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন জাতি শিরোনামে বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়েছে। গ্রন্থনায় লেখা হয়েছে 'আমরা বাংলাদেশীরা একটি জাতি'। কিন্তু কোন জাতি তা উল্লেখ করা হয় নাই।

অধ্যায়- ১৬ এর ১৪০ পৃষ্ঠায় 'বাংলাদেশের উপজাতিদের জীবনধারা' বিষয়ে গারো, খাসিয়া, মনিপুরী নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে পরিচিতি মূলক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

ক) পুস্তকে গারো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বর্ণিত তথ্যাদির অনেকাংশে ভুল তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। পুস্তকের ১৪০ পৃষ্ঠায় (চিত্র ৪৮) গারো মহিলার যে চিত্র দেয়া হয়েছে, তা গারো মহিলার নয়। "গারো মেয়েরা ব্লাউজ ও লুঙ্গি জাতীয় পোশাক পরে"। এমন তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। মূলতঃ গারো মেয়েরা যে পোশাক পরিধান করে থাকেন তার নাম বক্ষবন্ধনী আন্টেং, নিচের অংশে দক বান্দা কিংবা দক শাড়ি। তাছাড়া গারো কিংবা কোন নৃ-গোষ্ঠী কেউই বইয়ে ছাপা নারীর মত মাথায় কাপড়ের অংশ বেঁধে আদরের সন্তানকে নিয়ে চলাচল করে না। তারা আদরের সন্তানকে বিশেষ কায়দায় পিঠে কিংবা কোলে বেঁধে কাজ করে থাকে। (স্ক্রীনে পাশাপাশি দুটো ছবি দেখা

যেতে পারে।)

গারো জনগোষ্ঠির যারা পাহাড়ে বসবাস করে তারা নিজেদের আ-চিক বলে থাকে, আচ্ছিক নয়। তাছাড়া গারোদের নাক চ্যাপ্টা ও বোঁচা, চোখের রং ঘোলাটে এবং কান আকারে একটু বড়- তথ্য সঠিক নয়। গারোদের নাক চ্যাপ্টা, বোঁচা এমন তথ্য না লিখে তারা মঙ্গোলীয় লিখা যেতে পারে।

বইয়ের ১৪১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে- "গারোরা মাতৃতান্ত্রিক, মেয়েরা সমাজের অধিপতি"। এ তথ্য নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। গারোদের সমাজ ব্যবস্থা মাতৃসূত্রীয়। তবে সমাজ সংসার পরিচালনায় পুরুষই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। গারো পরিবারে কর্তা এবং গ্রাম প্রধান 'নকমা' পুরুষই হয়ে থাকেন। কোন মহিলা নয়। গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস, সবজি। খরগোসের মাংস তাদের প্রিয় খাবার- এই তথ্যও ঠিক নয়।

"বিভিন্ন উৎসবে বা অনুষ্ঠানে গারোরা নিজেদের তৈরী একধরণের পানীয় পান করে"- এমন তথ্য শিশু পাঠ্য বইয়ে সংযোজন করা একেবারে সমীচীন নয়।

পুস্তকের ১৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত তথ্য ঠিক নয়। গারোরা মৃত্যুর পর মৃতদেহ খাটিয়ায় রাখে এটি ভুল। রাতে মৃতদেহ পোড়ায় কথাটি সঠিক নয়। মৃতদেহ পোড়ানোর পর ছাই ভস্মসহ সব কিছুই পোড়ানোর স্থানেই পুঁতে দিয়ে থাকে। "আপনজনের মৃত্যুতেও তারা শোকের নাচ গান করে"- কথাটি একদম অসত্য। মৃত্যু কারো জন্যই আনন্দের হয় না। তাই এদিন তারা বিলাপ করে শোক প্রকাশ করে। কোন নাচ গান করে না। পাঠ্য বইয়ের লেখা গ্রন্থনা কিংবা সম্পাদনার ক্ষেত্রে গারো নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কিত বর্ননা আরো নির্ভুল ও সুলিখিত হওয়া বাঞ্চনীয়।

খ) পুস্তকের ১৪২ পৃষ্ঠায় খাসিয়া নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা সুলিখিত নয়। মূলতঃ খাসিয়ারা অরণ্যের ছায়ায় বনভূমিতে লোকালয় থেকে দূরে গ্রাম করে বসবাস করে। খাসিয়া পুঞ্জিতে তারা এক জাতীয় লতানো পান চাষ করে। খাসিয়াদের সৃষ্টিকর্তার নাম ব্লেই। ধর্মের নাম জাম্পিং।

গ) পুস্তকের ১৪৩ পৃষ্ঠায় (চিত্র ৪৯) খাসিয়া মহিলা ও পুরুষের নমুনা হিসাবে যে ছবি ছাপানো হয়েছে আসলে তা খাসিয়াদের নয়। খাসিয়া মেয়েরা লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরে এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। খাসিয়া মেয়েদের পোষাকের নাম ডেকিয়াং (ওপরের অংশ), ডেহিম (নীচের অংশ), পুরুষরা ধূতি ও শার্ট পরে থাকে। বর্তমানে তারা আধুনিক পোষাকও পরিধান করে।

ঘ) ৫ম শ্রেণীতে পাঠ্য, সমাজ পুস্তকের ১৪৩-১৪৪ পৃষ্ঠায় মণিপুরী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পরিচিতিমূলক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে- "মণিপুরীদের নিজস্ব কোন ধর্ম নেই। অধিকাংশ হিন্দুদের বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। .....অল্প কিছু মণিপুরী ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী"। পাঠ্যসূচীতে ছাপা এমন বর্ণনা অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং বিকৃত। মণিপুরী সম্প্রদায়ের জন্য খুবই কষ্টের ব্যাপার।

ঙ) মণিপুরীদের নিজস্ব ভাষা ও বর্নমালা আছে। এই ভাষাকে মণিপুরী মৈ তৈরা বলে মৈ তৈ ভাষা। মৈথেয়ী ভাষা নয়। মনিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়াদের ভাষার নাম বিষ্ণমঠার।

চ) মণিপুরীদের নিজস্ব ধর্ম আছে- আদি ধর্মের নাম আ পোক পা। মৈ তৈরা আপোকপা ধর্মে বিশ্বাসী। বর্তমানে সনাতন ধর্মের অনুসারী। মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়ারা সনাতন ধর্মের বৈষ্ণব পন্থী। মণিপুরীদের ছোট একটি অংশ মৈ তৈ পাঙন নামে পরিচিত। মৈ তৈ পাঙনরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী।

মণিপুরী মেয়েরা লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরিধান করে এমন কাল্পনিক বর্ণিত তথ্যও একেবারে ভুল। মণিপুরী মৈ তৈ মেয়েরা নিচের অংশে যে পোষাক পরিধান করে থাকে তার নাম ফানেক আর উপরের অংশে ওড়নার মত যে পোষাক পরিধান করে তার নাম ইন্নাফি। মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া মেয়েরা নিচের অংশে যে পোশাক পরে তার নাম লাহিন। উপরের অংশে আহিঙ পরিধান করে।

ছ) পুস্তকের ১৪৬ পৃষ্ঠায় বান্দরবানের পাহাড়ী এলাকায় মুরংরা বসবাস করে লেখা হয়েছে। মূলতঃ মুরং নামে প্রকৃত অর্থে কোন নৃ-গোষ্ঠী নেই। বহুযুগ আগে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীকে মুরং সম্বোধন করা হয়। আদতে এই জনগোষ্ঠীর নাম হলো ম্রো। আর মগ নামে যাদের সম্বোধিত করা হয়েছে তা ভুল। বলা যায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মগ যাদের বলা হয় প্রকৃত অর্থে এই নৃ-গোষ্ঠীর নাম হলো মারমা।

পাঠ্যপুস্তকে ১৪৫ পৃষ্ঠায় ছাপা বাংলাদেশের মানচিত্রে উপজাতিয়দের আবাসভূমি চিহ্নিত করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কাল্পনিকভাবে কুকি, পামে উপজাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ নামের কোন নৃ-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বাংলাদেশে নেই। তাছাড়া মগ, টিপরা, মুরং উল্লেখ করে নৃ-গোষ্ঠীর নাম বিকৃত করা হয়েছে।

জ) পাঠ্যপুস্তক যারা গ্রন্থনা করেছেন তাদের আপন মন্তব্য অংশে লেখা হয়েছে- "গারো খাসিয়া মনিপুরী মুরং (যা ভুল) সহ সকল উপজাতির মধ্যে বর্তমানে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগেছে। ফলে তাদের জীবন ধারন পদ্ধতি পরিবর্তিত হচ্ছে। অনেকেই আপন ঐতিহ্য ভুলে আধুনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হচ্ছে।" এ কথা গ্রহণযোগ্য নয় বরং আপত্তিকর। আধুনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলেও প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাই তাদের স্বকীয় ঐতিহ্যিক জীবনধারা আজো সযত্নে লালন করে আসছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার পরিচয়, পোষাক, ঐতিহ্য, উৎসব, স্থানীয় জ্ঞান সর্বোপরি ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ যেন হারিয়ে না যায় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত সজাগ এবং সংরক্ষণ উন্নয়ন ও বিকাশে বদ্ধ পরিকর। জাতিসংঘ সদস্য প্রত্যেকটি দেশের সরকারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংরক্ষণের কাজ করছে। সেক্ষেত্রে জাতীয় পাঠ্যসূচীতে তারা ঐতিহ্য ভুলে আধুনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হচ্ছে মন্তব্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। উপরোক্ত অভিমত আদিবাসী উপজাতি নৃ-গোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্রমধারার সঙ্গে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে এমন ধরনের বক্তব্যধর্মী প্রচারনা ভবিষ্যতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আমরা আশা করি- জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ আরো বেশী সচেষ্ট ও আন্তরিক, তথ্য সংগ্রহে যত্নবান এবং নির্ভুল তথ্য প্রকাশে দায়িত্ববান হবেন। পাশাপাশি আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি সম্মানিত লেখক, গবেষক ও প্রকাশকদের দৃষ্টিভঙ্গি সতর্ক ও সংবেদনশীল হবে।

বাংলাদেশের আদিবাসী উপজাতি নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে আমাদের আগামী প্রজন্মকে শিক্ষা দান একটি মহত উদ্যোগ এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, সময়োপযোগী প্রচেষ্টা। সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে এ উদ্যোগ শ্রদ্ধার জন্ম দেবে। কিন্তু বিভ্রান্তিকর ও আপত্তিজনক উক্তি, ভুল তথ্য প্রকাশ এবং একটি জনজাতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জেনে ভুল পরিচয় উপস্থাপন শুধু আমাদের নতুন প্রজন্মকে জন বৈচিত্র জনসংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল শিক্ষায়ই দেবে না পাশাপাশি তথ্য বিকৃতির শিকার আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী আমাদের সামগ্রিক মহতি উদ্যোগে সর্বোপরি শ্রদ্ধেয় লেখক সমাজ সম্পর্কে ভুল ধারনা লালন করবে।

আলোচ্য বিষয়ের আলোকে সর্বশেষ উল্লেখ করছি– শুধু জাতীয় পাঠ্যসূচীর প্রাথমিক স্তরেই নয় মাধ্যমিক স্তরেও কোন কোন বইয়ে অসংগতিপূর্ণ, ভুল তথ্য সম্বলিত লেখা চোখে পড়েছে। এছাড়াও চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০৩ সালে প্রকাশিত Bangladesh at a glance প্রকাশনার ১৭৬ থেকে ১৭৯ পৃষ্ঠায় রাঙামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি সম্পর্কে বর্ণিত তথ্যে ভুল লক্ষ্যণীয়। শিশু কিশোরদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত লেখক মহিবুল আলমের বাংলাদেশের উপজাতি গ্রন্থটিতে অনেক ভুল এবং আপত্তিকর তথ্য রয়েছে। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, পর্যটন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় আদিবাসী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত আমার দেশ প্রকাশনায়ও আপত্তিকর তথ্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হযেছে।

আজকের এই পরিসরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল বিষয়ের আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের আপনার কোন একটি লেখা আগামীর ইতিহাসের অংশ। ঐতিহাসিক দলিল। যাতে আপনার স্বাক্ষর রয়েছে। সে কারণে আমাদের প্রত্যেকেরই কাজ করার ক্ষেত্রে আরো বেশী সংবেদনশীল এবং দায়িত্ববান হতে হবে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে আমরা যা জানি আমরা নিজেদের পরখ করে দেখছি কিনা। যদি আমরা নিজ নিজ জনগোষ্ঠির জীবন জীবিকা, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারি তাহলে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে যাবে। এবং যদি আমরা তা করি তাহলে জাতীয় মূল্যবোধের একটি মানদন্ড দাঁড়াবে। আমাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল আমরা উপস্থাপন করেছি। বিষয়গুলো যাচাই বাছাই করে পাঠ্য বই সমূহের অসংগতিপূর্ণ বর্ণনাগুলো সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

চৌধুরী আতাউর রহমান রানা
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আদিবাসী বিষয়ক গবেষক, বিশ্লেষক
সাধারণ সম্পাদক
ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল্ (দীপ)

---

গবেষণা কর্মের তথ্যপত্রটি ২০০৯ সালের ১ আগষ্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের পর বৈঠকে উপস্থিত বিভিন্ন বক্তাদের সুপারিশমালাসহ সংশ্লিষ্ট মহলের মনোযোগ আকর্ষন করে গত ২৮ আগস্ট ২০০৯ একটি সারসংক্ষেপ আকারে একটি আহবানপত্র প্রকাশ করা হয়। বিষয়ের গুরুত্বতা বিবেচনা উক্ত পত্রের হুবহু এখানে সন্নিবেশ করা হল-

**DIIP** **Development Initiative for Inclusive People**

C-583, Khilgaon Chowdhury Para, Dhaka-1219

Ref. Date :

"বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি ঃ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি" শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকের সার সংক্ষেপ

পার্বত্য অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আদিবাসী জনগোষ্ঠির স্বকীয় সত্তা, বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে সামগ্রিক জাতীয় পরিমন্ডলে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর পরিচয় লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হবার আহবান জানানো হয়। গত ১ লা আগষ্ট'০৯ শনিবার সকাল ১০টায় রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের ভি আই পি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এক গোল টেবিল বৈঠকে বক্তারা এই আহবান জানান। ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ) এর উদ্যোগে এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচী-শিসউক এর সহযোগিতায় "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি ঃ 'আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি" শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব দীপঙ্কর তালুকদার এম পি। দৈনিক ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্তের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শরনার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এম পি, তথ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ও তথ্য কমিশন সদস্য নারায়ন চন্দ্র চন্দ এম পি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ড. শেখ আব্দুস সালাম, ইসলামের ইতিহাস ও সদস্য ড. সাদেকা হালিম, সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক রুবাইয়াত ফেরদৌস, শিসউকের নির্বাহী পরিচালক সাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ) এর সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আতাউর রহমান রানা। তাঁর লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ্য এবং পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ্য পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকে উপজাতি জীবনধারা শিরোনামে বর্ণিত তথ্যাদিতে অসংগতিপূর্ন ও ভুল তথ্য রয়েছে।

গোল টেবিল বৈঠকে বিভিন্ন বক্তা বলেন- প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুরা পাঠ্যবই থেকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে ভুল শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিশু পাঠ্য বইয়ে ক্ষুদ্র জাতি সত্তা সম্পর্কে অসংগতিপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এসব তথ্য সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার বলেন- বর্তমান সরকার পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর সার্বিক কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। নিজেদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমুন্নত রেখে তারা যাতে রাষ্ট্রের মূল ধারায় অগ্রনী ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিচ্ছে। তিনি বলেন অতীতের অধিকাংশ সরকারই আদিবাসীদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিকাশে সুযোগ দিতে চায়নি। আমরা স্বকীয় ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে তাদের বিকশিত হতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। তিনি পাঠ্য পুস্তকের প্রতি আহবান জানান।

দ্রুত সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আগত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধি রাজশাহীর সাঁওতাল প্রতিনিধি প্রমিলা টুডু, কুমিল্লার লক্ষী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রানী ত্রিপুরা, ময়মনসিংহের গারো প্রতিনিধি বাবুল নকরেক, খাগড়াছড়ির জগদীশ ত্রিপুরা, বান্দরবানের মারমা প্রতিনিধি মংশোয়ে নেতা, সিলেটের মনিপুরী প্রতিনিধি ডিগেন সিংহ, রাখাইন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উ সিট মং, গবেষক লেখক মুস্তাফা মজিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

(আমিনুল ইসলাম বাবু)
সমন্বয়কারী
গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠান'০৯ আয়োজন কমিটি

সংযুক্তিঃ
১. গোল টেবিল বৈঠকে পঠিত নিবন্ধ
২. ছবি ছায়াকপি

Phone : 8253739Fax : 8253739 Mobile : 01554307086, 01819932001 E-mail : Cartcdc@yahoo.com

## বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ২০০৯ সালে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকের কিছু পেপার ক্লিপ

**The Daily Star**

2 DHAKA SUNDAY AUGUST 2, 2009

INDIGENOUS PEOPLE

# Correct wrong textbooks

*Speakers tell roundtable*

STAFF CORRESPONDENT

Speakers at a roundtable yesterday protested incorrect information about and wrong representation of indigenous people in school textbooks.

They also dem... special co...

...nous people and that the schoolchildren get totally wrong impression of them by reading these books.

He said ...

---

**THE BANGLADESH TODAY**

Sunday
August 2, 2009
Srabon 18, 1416 BS
Shaban 10, 1430 Hijri

## Peace in CHT yet to be ensured completely: Dipankar Talukder

STAFF CORRESPONDENT

State Minister for Chittagong Hill Tracts Affairs Dipankar Talukdar on Saturday said peace and happiness in country's different hill districts is yet to be ensured completely but the overall situation is better than before.

"We have fought in favour of our rights and peace but the peace at country's different hill districts could not be ensured so far. People of the hill areas were engaged in different sorts of disputes for establishing rights on land, forest and save their indigenous heritages and cultures. Now the situation has changed with the efforts of ruling government and different communities," he said while addressing a roundtable discussion on... day.

He said for ensuring peace and establishing rights of tribal people, land related dispute will have to be resolved through proposed separate land commission for minority groups. At the same time, authentic information about tribal people in the country should be confirmed for resolving their longstanding disputes.

For the betterment of the tribal people in the hill districts, a number of organisations are working and bringing out different kinds of publications distorting history and culture. Not only the history of indigenous communities but also the history of this nation is distorted...

...should be changed on the basis of authentic study reports and the government should take initiative against the distorted history in the textbooks, he added as the chief guest.

The state minister said the constitutional recognition of these community people throughout the country is needed. The indigenous people prefer to be called as Adibashi instead of Upajati which should be settled. For bringing the change, a bill is going to be placed in the coming parliamentary session.

Jatindra Lal Tripura, chairman of the Refugee Affairs Taskforce, Narayan Chandra, member...

---

**দৈনিক জনতা**

ঢাকা রোববার
০২ আগস্ট ২০০৯
১৮ শ্রাবণ ১৪১৬
১০ শাবান ১৪৩০

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

শিশুরা পাঠ্যবই থেকে আদিবাসী সম্পর্কে ভুল শিক্ষা গ্রহণ করছে

শিশুরা পাঠ্যবই

---

**The News Today**

16 Sunday, August 2, 2009 Back Page

## Independent agency to protect rights of aborigines suggested

A bill is going to be placed in the next parliament session for bringing a change in the nomenclature of 'Adibashi' instead of 'Upajati' in defining the ethnic communities, reports UNB.

...

---

**দৈনিক দিনের শেষে**

দেশের প্রথম মিড ডে ডেইলি

www.dinersheshey.com



'আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধের বিষয়ে সজাগ হতে'

---

**The Independent**

16 SUNDAY, AUGUST 2, 2009 Back Page

## Bill in Parliament soon to change word 'Upajati'

UNB, DHAKA

A bill is going to be placed in the next parliament session for bringing a change in the nomenclature of 'Adibashi' instead of 'Upajati' in defining the ethnic communities.

"The Cabinet has in principle approved the bill as the indigenous people prefer to be called as 'Adibashi' instead of 'Upajati'. This is the right way to show respect to the minority communities," Sate Minister for CHT Affairs Dipankar Talukdar told a discussion here yesterday.

The discussion titled 'The Lifestyle of Bangladeshi Small Ethnic Adibashis: Our Views,' was organised by Development Initiative for Inclusive People (DIIP) at the National Press Club.

Chairman of the Refugees Affairs Taskforce Jatindra Lal Tripura MP, member of Standing Committee on Primary and Mass Education Narayan Chandra Chand MP, Information Secretary Dr Kamal Abdul Naser Chowdhury and Prof Sadeka Halim of Dhaka University, among others, spoke at the function. DIIP secretary general Chowdhury Atatır Rahman Rana presented the keynote paper at the discussion moderated by Bhorer Kagoj editor Shaymal Dutt.

About the CHT peace treaty, Dipankar Talukder said peace has not fully restored in the CHT yet but things have marked an improvement by the time. "To resolve the CHT problem, it's important to settle disputes over land and forests."

Emphasising the rights of plainland Adibashis, he said, "They're being deprived just because their issues are dealt with by the Prime Minister's Special Affairs division."

দৈনিক

# অরণ্যবার্তা

খাগড়াছড়ি থেকে প্রকাশিত মুক্তচিন্তার

খাগড়াছড়ি রবিবার, ২ আগস্ট ২০০৯ ইং ১৮ শ্রাবণ, ১৪১৬ বাংলা

'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি ঃ দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক গোলটে...

## বর্তমান সরকার আদিবাসীদে... সার্বিক কল্যাণে কাজ করে য...

দীপংকর তালুকদার



(শেষের পাতায় দেখুন)

### বর্তমান সরকার

# ভোরের কাগজ

৭



রাজধানীতে গোলটেবিল বৈঠকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

## সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের দাবি

# NEWAGE NATIONAL

SUNDAY, AUGUST 2, 2009

3

## ...or constitutional guarantee ...nnic minorities

## চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বইয়ে ব্যবহৃত কিছু তথ্য ও চিত্র এবং আমাদের প্রস্তাবনা

### বইয়ে ছাপা ছক

| | |
|---|---|
| ১। চাকমা | ৬। মুরং |
| ২। মারমা | ৭। খাসিয়া |
| ৩। সাঁওতাল | ৮। হাজং |
| ৪। গারো | ৯। ওঁরাও |
| ৫। মণিপুরি | ১০। রাজবংশী |

### শুদ্ধ ছক হবে এ রকম

| | |
|---|---|
| ১। চাকমা | ৮। মণিপুরি |
| ২। মারমা | ৯। খাসিয়া |
| ৩। ত্রিপুরা | ১০। সাঁওতাল |
| ৪। ম্রো | ১১। ওঁরাও |
| ৫। গারো | ১২। মুন্ডা |
| ৬। হাজং | ১৩। মাহালে |
| ৭। রাখাইন | ১৪। রাজবংশী |

বইয়ে ছাপানো ভুল চিত্র

চিত্র ১১.৫: সাঁওতাল রমণীদেরম নৃত্য

যেমন চিত্র ছাপানো যুক্তিযুক্ত

সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য

বইয়ে ছাপানো ভুল চিত্র

চিত্র ১১.১ : চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক

যেমন চিত্র ছাপানো যুক্তিযুক্ত

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে চাকমা তরুণ-তরুণী

## পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বইয়ে ব্যবহৃত কিছু চিত্র এবং আমাদের প্রস্তাবনা

বইয়ে ব্যবহৃত এই চিত্রটি সঠিক নয়



চিত্র ৪৮ : গারো মহিলা

আদরের শিশুটিকে গারো মায়েরা বুকের সাথে নিবিড়ভাবে অথবা এভাবেই বহন করেন



বইয়ে ব্যবহৃত এই চিত্রটি সঠিক নয়



চিত্র ০৯ : খাসিয়া মহিলা ও পুরুষ

নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাকে খাসিয়া তরুণীর ছবি এরকম হওয়া উচিত

# Education Activities of Zabarang at glance

Education is one of the three main strategic areas of Zabarang. To implement this strategic program, Zabarang conducts research, advocacy and direct service providing activities where respective actors play the primary role through participating in the entire activities.

1. In 2000, Zabarang has started its education activities with a small scale non-formal education project to serve the under-served areas of the CHT with the support of BRAC. Zabarang has reached to the out of school children through this program in the remote CHT villages.

2. In 2003, a research and advocacy program was commenced to unearth the facts of education situation in the Chittagong Hill Tracts with the support of CEF AAB. A series of research works on the education situation of the Indigenous Peoples of Bangladesh, coordination system among the education related policy makers and service providers at district level, implementation status of PEDPII were conducted under this project.

A project for achieving quality primary education was also undertaken in this year with the support of CARE Bangladesh. Use of Indigenous Peoples' languages in the classroom as the language of instruction was introduced in this project.

3. A mother-tongue based multilingual education (MLE) program is commenced in 2006 with the support of Save the Children, where Zabarang introduced education in the mother tongue of Chakma, Marma and Tripura Indigenous Peoples. Gradual bridging from Indigenous language to the national and international languages is followed in this project.

4. At present Zabarang is also one of the proud partners of UNDP CHTDF and Manusher Jonno Foundation in the field of basic and mother tongue based education.

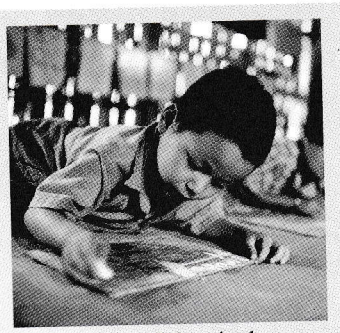

Active children in the MLE classroom

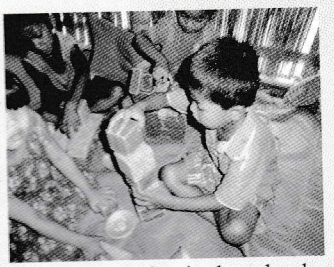

Children enjoy in the school learn in own cultural context

Community consultation before advocacy works

Dipangkar Talukder MP, honorable minister of MoCHTA at the CHT Language conference organized in Rangamati co-hosted by Zabarang

Former Advisor for MoPME of Caretaker govt. Rasheda K. Choudhury visits Zabarang education field

# Activities of DIIP at glance

Mobilization of local level policy makers in favor of Tripura Indigenouscommunity in Comilla

1. Collection, preservation and promotion of Indigenous culture, language, traditional song, dance and traditional costumes of the Indigenous Peoples of Bangladesh.

Practices and initiate comprehensive activities on Intellectual Property Rights.

2. Provide technical supports to the 'Loklokaloy' program of Bangladesh Television which is regularly broadcasted on the issues of culture, life and livelihood of the Indigenous Peoples. This special TV program has been commenced on 6 January 1993, which is now observed by the different Indigenous communities as the day for cultural revival of Indigenous Peoples.

3. Commenced the Development Initiative for Education in 2006 through a participatory research work on the use of wrong information and image in different publications of individual writers, researchers and scholars of the country including the school textbooks. A series of fieldbased research works was conducted under this activities and a roundtable conference was conducted on 1 August 2009 at VIP Lounge of the national press club.

4. Published a bilingual book in Kokborok and Bangla authored by Manindra Tripura.

5. Provide capacity building supports to the Tripura community of Comilla in reviving their traditional cultural practices including dances, songs, dresses etc. Organized Bwisuk festival in 2006 and Tripura Cultural Festival in 2009 in Comilla with the support of Rangamati Tripura Kalyan Foundation.

General Secretary of DIPP at the Tripura village in Comilla during the celebration of Tripura Cultural festival

6. Provide supports to the Koch community of Jhinaighati, Sherpur to revive their cultural practices including traditional costume.

7. A series of video documentary film titling 'Indigenous Peoples : Life and Living' is commenced with Chakma, Marma and Tripura, which will be developed for 41 Indigenous communities of the country.

8. Conduct motivational works on Indigenous Practices and initiate comprehensive activities on Intellectual Property Rights.

Traditional costumes of Tripura women in Comilla promoted by DIIP

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে ত্রিপুরা যুবক-যুবতি

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে মারমা যুবক-যুবতি

নৃত্যের পোশাকে মণিপুরি তরুণী

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সাঁওতাল যুবতী


Development Initiative for Inclusive People
DIIP

583/C, Khilgaon Choudhury Para
Dhaka-1219, Bangladesh
Phone: 8802 8253739
Mobile: 880 1554307086, 880 1819425197
Email: cartcdc@yahoo.com

Zabarang Kalyan Samity

Khagrapur, Khagrachhari Sadar
Khagrachhari-4400, Bangladesh
Phone: 880371 61708, 62006
Email: info@zks-bd.org
Website: www.zks-bd.org



বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি: আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত তথ্যপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দীপ ও জাবারাং কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ প্রকাশনা। প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০০৯